দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩১ DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

30

# প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

পত্রিকান্তরের এক রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনীহা ও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনিয়মিত ক্লাস ও ক্লাসের সময়ের স্বল্পতা, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ ইত্যাদি কারণে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে স্থবিরতা রয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা আনা যায় সে বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থবিরতা কোন নতুন অবস্থা নয়। দীর্ঘকাল ধরেই এ অবস্থা চলছে। শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে এ অবস্থার একেবারে কোন যোগসূত্র নেই একথাও বলা যাবে না। আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা একটা নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। এই অংশের মানুষ তাদের সন্তান–সন্তুতিকে লেখাপড়া শেখাবেনই। উচ্চবিত্ত হলে তো কথাই নেই। কিন্তু অভাবের সংসারেও এই অংশে কষ্টেসৃষ্টে লেখাপড়া শেখাবার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা–সংস্কৃতির বিস্তার সেভাবে হয়নি আমাদের সমাজে। আগের তুলনায় অবশ্যই অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমা হয়। কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য থেকে আমরা দূরে আছি এতে সন্দেহ নেই।

শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ফলে, উন্নয়নের স্বার্থেও শিক্ষা সম্প্রসারণে মনোযোগ দিতে হবে। বর্তমান সরকার যুক্তিসঙ্গত কারণেই শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিবন্ধীকরণের ওপর যে সরকারী নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা শীঘ্র তুলে নেয়া হবে। এছাড়া রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের পাঁচশত টাকা ভাতা অব্যাহত থাকবে।

সরকারের এ সিদ্ধান্ত প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা সৃষ্টি করতে অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের দেশের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অর্থের অভাবে অনেক সময় চালু থাকে না। সরকারের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা পেলে এসব স্কুল চালু থাকতে পারে। শিক্ষার প্রসার চাইলে এইসব বিদ্যালয়গুলি চালু রাখা প্রয়োজন। স্কুল না থাকলে শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় না। আমাদের দেশে শিক্ষকের অভাব থাকার কথা নয়। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষকতার বাইরে ভিন্ন কিছু উপরি কাজ অনেক সময় করতে বাধ্য হন। বেতনে পোষায় না এমন অভিযোগ আছে। এরকম ক্ষেত্রে শিক্ষকতার মূল দায়িত্ব অনেক সময় অবহেলিত হয়। এই বিষয়গুলি শিক্ষার স্থবিরতার কারণ হতে পারে। তবে অবস্থা অতিক্রম করা যাবে না এরকমও নয়। সব পক্ষ সচেতনভাবে চেষ্টা করলে সমস্যা অবশ্যই দূর হবে।

সরকার শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী। তাই সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাইকেই নিজস্ব দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের দেশের অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা আছে। একথা মনে রেখে বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে সবাইকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।